COMPLIED AND CIRCULATED BY PROF. DR. RABINDRANATH MAITI
DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

# ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকে শকুন্তলার চরিত্র

মহাকবি কালিদাসের অপরাসৃষ্টি ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটক। নায়িকা শকুন্তলা মহাকবির মানস প্রতিমা - ‘স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা’। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে পরম স্নেহে প্রতিপালিতা শকুন্তলা হরিণীর মত সরল হৃদয়া। বিধাতার এই অনন্যা সৃষ্টি শকুন্তলার চারিত্রিক সারল্যের সঙ্গে Shakespear রচিত ‘The Tempest’ নাটকের নির্জন দ্বীপবাসিনী মিরান্দার তুলনা করে থাকেন বিদগ্ধজনেরা। রবীন্দ্রনাত তাঁর ‘প্রাচীন সাহিত্য’-এ শকুন্তলার চরিত্র সম্বন্ধে যেভাবে আলোকপাত করেছেন, তা সত্যই অনবদ্য - ‘‘সে অরণ্যের সরলা মৃগীর মত, নির্ঝরের জলধারার মত, মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।।’’

শকুন্তলার চরিত্র যে-সব বৈচিত্রপূর্ণ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তা নিচে আলোচিত হল –

প্রথমাবতীর্ণ-যৌবনা শকুন্তলা অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মুগ্ধা নায়িকা। সরলা, প্রাঞ্জলহৃদয়া, অনবদ্যাঙ্গী শকুন্তলা তপোবনে মৃগশাবকদের সঙ্গে সংবর্ধিতা। সে কুলপতি কণ্বের পালিতা পুত্রী। তার মাতা উর্বশী মেনকা এবং পিতা ঋষি বিশ্বামিত্রা। তপোভঙ্গে তার জন্ম এবং তপোবন তার পালন। একদিকে শকুন্তলার মধ্যে মাতৃসুলভা লীলাবিলাস, চাঞ্চল্যাদি কোমল বৃত্তি এবং অন্যদিকে তাপসকন্যকার কঠোর সংযমনিয়ম পরায়ণতা। একদিকে সে ভ্রমরভীতা হয়ে বেপথুমতী, অন্যদিকে ধরাধীশেরও ন্যায়যুক্ত বচনাবলী শ্রবণে তার লেশমাত্র দ্বিধা নেই। মহাভারত থেকে গৃহীতা হলেও শকুন্তলা কালিদাসের অভিনব সৃষ্টি। সে প্রিয়মণ্ডনা, উৎসবপ্রিয়া, হাস্যমুখরা ও মিষ্টভাষী। শকুন্তলা অপ্রতিম সুন্দরী, ধর্মপ্রাণা, নম্রা ও সরলা। অনুপম সৌন্দর্য সম্পন্না শকুন্তলা বল্কলমাত্র আবরণেও অধিকমনোজ্ঞা। অব্যাজ-মনোহর শকুন্তলার দেহ তপস্যার যোগ্য নয়। তার অভিনব অঙ্গলতিকা দেখে দুষ্যন্ত মদনের কুসুমশরে বিদ্ধ হলেন।

তপোবনের বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখী সবই তার অতি আদরের ছিল, সে বৃক্ষ-লতা, পশুপাখীদের আত্মীয় মনে করতো। গাছেরা জলপান না করলে সে জলপান করতো না, প্রিয়মণ্ডনা হলেও সে স্নেহবশতঃ পল্লব ছিঁড়তো না। গাছেদের প্রথম ফুল ফোটার সময়ে তার মনে উৎসব হতো। লতার সঙ্গে ফুলের যেমন সম্বন্ধ, তপোবনের সঙ্গে শকুন্তলার সেই স্বাভাবিক সম্বন্ধ ছিল। তরুলতা শকুন্তলার সহোদরের মত ছিল।

পতিগৃহে যাবার সময় আশ্রমের অধিবাসীদের প্রতি তার প্রগাঢ় ভালবাসা জানা গেল। যদিও স্বামীর সঙ্গে মিলিত হতে সে উদ্‌গ্রীব, তবু তপোবন ছেড়ে যেতে তার পা সরে না। ভরাক্রান্ত হৃদয়ে সে আশ্রমতরুর কাছে বিদায় নিল। গর্ভভারে মৃদুগতি হরিণবধূটির প্রসবসংবাদ সে পিতাকে জানাতে অনুরোধ করলো। চলতে চলতে শকুন্তলার কাপড়ে টান লাগে। মহর্ষি কণ্ব বুঝিয়ে দিলেন, এ সেই হরিণশাবক, যার মুখ কুশাগ্রে ক্ষত হলে শকুন্তলা তেলের প্রলেপ লাগিয়ে দিত। যদি সামান্যা আশ্রমবাসিনীর শারীরিক-সৌন্দর্য, রাজান্তঃপুরের নারীদের মধ্যেও বিরল হয়, তবে তো উদ্যানলতা বনলতার কাছে পরাজিতা। রাজান্তঃপুরের নারীগণ রূপবিবর্দ্ধনের জন্য বহুবিধ উপকরণ ব্যবহার করেন। আর বনবাসী রমণী রূপচর্চার ধার ধারেন না। তবু রূপে যদি তিনি অনন্যসাধারণ হন, তবে নিশ্চয়ই তাঁর রূপ দর্শনযোগ্য। গাস্যোজ্বলা শকুন্তলা সখীদের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসায়, চরিত্রের স্বচ্ছতা ও সারল্যে, নয়নকোণে স্বপ্নের বিভূতি নিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে একই সঙ্গে হাস্যচঞ্চলা, সংযতচরিত্রা এবং পরোক্ষমন্মথা।

শকুন্তলাকে দেখে দুষ্যন্ত মাধব্যের কাছে যখন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, তখন মাধব পরিহাস করে বলেছিল, - কেউ কেউ যেমন পিণ্ডখর্জুর খেতে খেতে উদ্বেজিত হয়ে তেঁতুল খেতে সাধ করে, স্ত্রীরত্নপরিভোগী আপনারও ঐ অবস্থা। রাজা বললেন, তুমি তাকে দেখনি তাই এরূপ বলছ। বিদূষক কথাটা মেনে নিয়ে বলল, যা আপনারও বিস্ময় উৎপাদন করে, তা নিশ্চয়ই রমণীয়। রূপে শকুন্তলা অনন্যা। শুধু রূপে নয় সরলতা ও পবিত্রতার সে মূর্ত্ত প্রতীক। শকুন্তলা যেন অনাঘ্রাত পুষ্প, নখ দ্বারা অচ্ছিন্ন কিসলয়, অনাবিদ্ধ রত্ন, অনাস্বদিতরস নূতন মধু কিংবা তার অনঘ অখণ্ড পুণ্যের ফলের মত। তার রূপ কেউ আস্বাদন করেনি।

দুষ্যন্তের প্রতি শকুন্তলার প্রেম এক আশ্চর্য পদার্থ। সে প্রেমের তুলনা নেই, পরিমাণ নেই, সীমা নেই। সে প্রেম একটা আশ্চর্য শক্তি। সেই শক্তির বলেই কোমলা শকুন্তলা কণ্বের আশ্রম থেকে হস্তিনাপুর পর্যন্ত হেঁটে যেতে পেরেছিলেন। এই প্রেমের মন্ত্রে আহত হয়েই শকুন্তলা দুর্বাসার আহ্বান বা অভিশাপ কোনটাই শুনতে পান নি। এ প্রেমের একটি প্রধান উপাদান বিশ্বাস। শকুন্তলা অগাধ প্রেমে মুগ্ধ থেকে কখনোই পতিকে অবিশ্বাস করে নি। অথচ হস্তিনাপুরে সেই পতির কি সম্ভাষণ, – 'কিং চাত্রভবতী মযা পরিণীতপূর্বা?' তখনই শকুন্তলার আশঙ্কার কারণ দেখা গেল।

বালিকা শকুন্তলা অল্প কিছু অপরাধ করলেও চারিত্রিক নির্মলতায় সে অপরাধ বিদূরিত হয়েছে। কল্যাণধর্মের শাসনে এখন সে একান্তভাবে নিয়ন্ত্রিতা। শকুন্তলার আরম্ভের তরুণ সৌন্দর্য, পরিশেষে স্বামী ও পুত্রের সঙ্গে মিলনে পরম শান্তির মধ্যে নিলীন হল। সে শান্তি এবং

নির্ভাবনা শকুন্তলার কাম্য ছিল, তা সে পেল। জীবন যুদ্ধে একদা সে পরাভব পেয়েছিল। কিন্তু চরিত্রের গভীরতার পবিত্রতা ও স্বাভাবিক অক্ষুণ্ণ সতীত্ব বলে সে নিজের স্পৃহণীয় স্থান ফিরে পেল। প্রকৃতিদুহিতা শকুন্তলা প্রকৃতির আজ্ঞাবহ ছিল। নায়িকা শকুন্তলার মধ্যে আমরা আদর্শ নারীচরিত্র দেখি। তার মধ্যে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, আত্মিক সৌন্দর্যও ছিল। সে নম্রচরিত্রা, যৌবনবতী, প্রেমবিকশিতা হয়েও নাটকের শেষে ধৈর্য ও মঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি, মাতৃমর্যাদা সমন্বিতা, মলিন বস্ত্রভূষিতা হওয়া সত্ত্বেও প্রশান্তাত্মা ও তপস্যাপরিপূতা। কিন্তু সে প্রতিশোধপরায়ণা নয়। তার মধ্যে সেই বিরাটত্ব ও মহীয়ান ভাব আছে, সেই ক্ষমা এবং দয়ার্দ্র হৃদয় আছে, যার উপস্থিতি মহিলাকে দেবীতে এবং পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করে।

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আজন্ম আশ্রম পরিমণ্ডলে পালিতা শকুন্তলার সহজাত প্রকৃতিপ্রেম, সর্বব্যাপী স্নেহ, আত্মমর্যাদাবোধ, সুগভীর পতিপ্রেম ও ক্ষমাশীলতা বিশ্বসাহিত্যে শকুন্তলা চরিত্রকে এক মহান বৈশিষ্ট্যে ও গৌরবে মণ্ডিত করেছে। নাটকের প্রথমার্ধের চঞ্চলা শকুন্তলা সপ্তমাঙ্কে পূতচরিতা, পবিত্র প্রেমের প্রতিমূর্তি শকুন্তলাতে রূপান্তরিত হয়েছে। মর্ত্যের চঞ্চল প্রণয়ের উচ্ছলতা থেকে শাশ্বত স্বর্গীয় প্রেমের এই উত্তরণকে মহামতি গ্যেটে তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল নামে (the young year's blossoms and the fruits of its decline) চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একেই শকুন্তলা চরিত্রের পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘ বলেছেন। শকুন্তলা দুষ্যন্তকে শারীরিক রূপ দিয়ে পায়নি, নিষ্কাম ভালোবাসায় পেয়েছেন – 'রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।' – এই দর্শনের মূর্ত বিগ্রহ 'শকুন্তলা' তাই মহাকবি কালিদাসের অক্ষয় সৃষ্টি। আবার শকুন্তলার চরিত্র সম্পর্কে শত্রুজিৎ দাশগুপ্তের 'কালিদাসের শকুন্তলা' গ্রন্থে বলা হয়েছে — ''শকুন্তলার সঙ্গে দূরতম তুলনা হতে পারে এমন কোন সুন্দর নারীত্ব কি মধুর প্রেমের সৌন্দর্যের চিত্র, সমগ্র প্রাচীন গ্রীসে কোন কাব্যে নেই।''